সমকাল

তারিখ 17 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সুপারিশ

বদলে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি

■ সাব্বির নেওয়াজ

বদলে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি। বর্তমানে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ দিয়ে থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ প্রক্রিয়ায় স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ রয়েছে। তাই শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনতে চার ধরনের প্রক্রিয়া শুরু করতে চায় সরকার। লিখিত, মৌখিক, ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন। এর মধ্যে প্রথম তিন প্রক্রিয়ার সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। চতুর্থটি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অবশ্য এ ধরনের প্রক্রিয়াকে অসাংবিধানিক বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও ভিসিরা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা বলছেন, নতুন পদ্ধতি অসাংবিধানিক

গত রোববার প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ৪২তম বার্ষিক প্রতিবেদনে এন্ট্রি লেভেলে শিক্ষক নিয়োগে তিন ধরনের বাছাই প্রক্রিয়ার সুপারিশ করা হয়। সেখানে কমিশন বলছে, প্রথমে লিখিত পরীক্ষা, তারপর মৌখিক পরীক্ষা, সর্বশেষ ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন নেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দরকার। এর আগে গত মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক পরিপত্রের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগে লিখিত, মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি পুলিশ ভেরিফিকেশন করার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশনা দেয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাওয়া গোপনীয় এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। এতে আরও বলা হয়, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে শুধু মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়, এতে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে প্রার্থীর মেধা যাচাই করা সহজ হবে এবং অনিয়মের সুযোগ হ্রাস পাবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় শিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্বে কোনো পুলিশ ভেরিফিকেশন বা গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ব্যক্তিগত তথ্যাদি যাচাই হয় না। ফলে সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তি বা অপরাধীরাও অবাধে নিয়োগের সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশের আগে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করে নিয়োগ করা যাবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এসব নির্দেশনা অনুসরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে তা মন্ত্রণালয়কে জানাতে ইউজিসিকে অনুরোধ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) মো. হেলাল উদ্দিন সমকালকে বলেন, 'আমরা ইউজিসিকে বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন এটা ইনডোর্স করে। যেহেতু ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখাশোনা করে, এ জন্য তাদেরকে বলেছি এটা সরকারের ইচ্ছা, সরকার এটা ইউজিসির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চায়।'

অন্যদিকে সোমবার রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে পেশ করা ২০১৫ সালের ইউজিসির বার্ষিক প্রতিবেদনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার অতিরিক্ত হিসেবে ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন ব্যবহার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়াও মেধা, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও পুল গঠন করা, মেধাবি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করতে চাকরির সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি আকর্ষণীয় বেতন কাঠামো করা জরুরি। একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সমুন্নত রেখে ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার বাঞ্ছনীয় বলেও সুপারিশ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

বদলে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

করছে কমিশন। এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান সমকালকে বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতার জন্য এই বিষয়গুলো যোগ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি। এখন বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর।'

ইউজিসির এ প্রস্তাব প্রসঙ্গে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন বলেন, বাছাই প্রক্রিয়া তো আপেক্ষিক বিষয়। যে চারটি প্রক্রিয়ার কথা হচ্ছে, সেগুলো এখনকার নিয়োগেও মানা হয়। ডিপার্টমেন্টে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়রাই সাধারণত শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তারা ভালো পরীক্ষা দিয়েই এই ফলাফল করেন। তাই লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। বর্তমানে তো মৌখিক পরীক্ষার মধ্যে ক্লাস ডেমোনেস্ট্রেশন বলতে যা বোঝানো হচ্ছে তা বর্তমানে প্রচলিত মৌখিক পরীক্ষা মধ্যে হয়। কারণ একজন প্রার্থীকে ভাইভা বোর্ডে শিক্ষার্থীর ছায়া ভেবে ক্লাস লেকচার দিতে হয়। এখানে তার ডেমোনেস্ট্রেশন হয়ে যায়। এ ছাড়া পুলিশ ভেরিফিকেশন সব সরকারি চাকরিজীবীদের যেভাবে হয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগেও হয়। তবে এটি পরে হয়। এখন যদি আগে করতে বলে সেভাবে হতে পারে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার পর আমরা এই নির্দেশনা দিয়েছি। এটা এখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মতামত নিয়ে তারপর বাস্তবায়ন করতে হবে।'

ইউজিসির প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় স্বায়ত্তশাসনের ধারণা সমুন্নত রেখে ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার বাঞ্ছনীয়। তাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৭-এর খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। এই অধ্যাদেশের দ্রুত অনুমোদন ও বাস্তবায়ন জরুরি। উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে উচ্চতর ডিগ্রিপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের বিকল্প নেই উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই লক্ষ্যে শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি করার সুযোগ পান। সে জন্য বৃত্তি ব্যবস্থাকরণের পাশাপাশি বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃত্তি ও ফেলোশিপের সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকদের একাডেমিক দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস), বুনিয়াদি ও পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলা জরুরি। প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭টিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলছে।